সংবাদ

তারিখ 13 AUG 2012
পৃষ্ঠা

ঢাকা : সোমবার ২৯ শ্রাবণ ১৪১৯
Dhaka : Monday 13 August 2012

সম্পাদকীয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা

সহযোগী দৈনিক গত বৃহস্পতিবার জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রায় ৫০টি প্রকল্পের একটির কাজও শেষ করতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা। এর মধ্যে গত সরকারের আমলেরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে। যা এরই মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। এছাড়া অনেক বড় প্রকল্পের কাজ ২০১৩ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। যেমন দেশের ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর এবং ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল এবং ৬টি কলেজ স্থাপন। এ প্রকল্প দুটির বাস্তবায়নও খুব বেশি এগোয়নি।

খবরে বলা হয়, শিক্ষা সচিব প্রকল্পের কাজ শেষ করার তাগিদ দিয়ে সম্প্রতি সব প্রকল্প পরিচালককে চিঠি দিয়েছেন। প্রকল্প পরিচালকরা যাতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থান করেন, তা নিশ্চিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (উন্নয়ন) ও পরিকল্পনা, প্রধানকে তদারকি করতে বলা হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে কীভাবে প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায় সে বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে একই সঙ্গে।

শিক্ষা সচিবের তাগিদে প্রকল্পের কাজ কতখানি শেষ হবে বলা মুশকিল। কারণ দীর্ঘদিন ধরে যেখানে শেষ করা যায়নি, সেখানে এক দেড় বছরের মধ্যে শেষ করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়া তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের গুণগত মান রক্ষা করা হবে কিনা সেটাও ভাবতে হবে।

তবে এই ৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পেছনে রাজনৈতিক যে তাড়া ছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু সময়মতো প্রকল্পগুলো শেষ হলো না কেন? এসব প্রকল্পের অধিকাংশেরই পরিচালক উপ-সচিব, যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

৩০৬টি উপজেলায় মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল এবং ৬টি কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল। মডেল বিদ্যালয় করার জন্য ৪৬৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল এসব স্কুলে প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত সুবিধা দেয়া। খবরে বলা হয়, দুর্নীতির অভিযোগে এ প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে বর্তমানে। তাহলে শিক্ষা সচিবের তাড়া থাকলেও এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হবে কী করে। দুর্নীতির অভিযোগে প্রকল্প বন্ধ রাখাটাই বড় কথা নয়। দুর্নীতির আদৌ তদন্ত হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে খবরে তা জানানো হয়নি।

ঢাকায় ১১টি সরকারি স্কুল ও ৬টি কলেজ স্থাপনের কাজও বন্ধ রয়েছে। তার কারণ ঢাকায় জমি পাওয়া যাচ্ছে না। প্রকল্প পরিচালক দিয়েছেন এ তথ্য। কেউ নাকি জমি ছাড়তে চায় না। তাই কাজও এগোচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেওতো সচিবের তাগিদ কাজে আসবে কিনা সন্দেহ।

৫০টি প্রকল্পের কাজ শেষ করতে না পারার পেছনে সমস্যাগুলো কী রয়েছে তা প্রতিটি প্রকল্প খতিয়ে দেখেই এগোনো দরকার। ঢাকায় জমির অভাবে কোন প্রকল্প যদি বাস্তবায়ন করা না যায় সেখানে প্রশাসনিক নির্দেশ পাঠিয়ে কী হবে। নির্দেশে জমি মিলবে না। সবদিক মিলিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন না হওয়া এই ৫০টি প্রকল্পের জন্য একটি সামগ্রিক উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। এখানে দুর্নীতির যে কথা উঠেছে তাও দেখা দরকার। আর বাস্তবায়নের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা থাকলে তার জন্য কী করা দরকার তারও পরিকল্পনা থাকতে হবে। যেমন ঢাকায় ১১টি স্কুল ও ৬টি কলেজের জমি সমস্যা। তাগিদ দিয়ে নির্দেশ পাঠানোই যথেষ্ট নয়।